গল্পসমগ্র

সতীনাথ ভাদুড়ী

সূচিপত্র

জামাইবাবু	....	১৭
বন্যা	....	১৯
ওয়ার কোয়ালিটি	....	৩৪
গণনায়ক	....	৩৯
আণ্টা বাংলা	....	৫৬
আন্তর্জাতিক	....	৭৬
ভূত	....	৯০
পঙ্কতিলক	....	১০২
রথের তলে	....	১২৮
ষড়যন্ত্র মামলার রায়	....	১৫০
ফেরবার পথ	....	১৬৩
অনাবশ্যক	....	১৮১
ঈর্ষা	....	২০০
অপরিচিতা	....	২২৬
পরিচিতা	....	২৩৭
ডাকাতের মা	....	২৪৫
বিবেকের গণ্ডি	....	২৫২
মুষ্টিযোগ	....	২৫৭
চকাচকী	....	২৬৫
বৈয়াকরণ	....	২৭৪
রাজকবি	....	২৮৭
তবে কি... !	....	৩০২
অভিজ্ঞতা	....	৩১৬
পত্রলেখার বাবা	....	৩৩০
দুই অপরাধী	....	৩৪১
একটি কিংবদন্তির জন্ম	....	৩৪৭
সাঁঝের শীতল	....	৩৬২
তলানির স্বাদ	....	৩৭৬
কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ	....	৩৮৭

ধস	....	৩৯৯
বাহাত্তুরে	....	৪১১
কণ্ঠকণ্ডুতি	....	৪২৬
পূতিগন্ধ	....	৪৩৮
মহিলা-ইন-চার্জ	....	৪৫১
জলভ্রমি	....	৪৬০
দাম্পত্য সীমান্তে	....	৪৭১
স্বর্গের স্বাদ	....	৪৭৯
চরণ দাস এম এল এ	....	৪৯০
পদাঙ্ক	....	৫০৬
হিসাব নিকাশ	....	৫২০
জাদুগণ্ডি	....	৫৩০
ব্যর্থ তপস্যা	....	৫৩৯
পরকীয় সন-ইন-ল	....	৫৫২
সরমা	....	৫৬১
তিলোত্তমা-সংস্কৃতি-সংঘ	....	৫৭৪
জোড়-কলম	....	৫৮১
বয়োকমি	....	৫৯০
গোঁজ	....	৬০০
অলোকদৃষ্টি	....	৬০৯
অজা-গড়	....	৬১৮
রোগী	....	৬২৬
দিগ্‌ভ্রান্ত	....	৬৩৬
মা আম্রফলেষু	....	৬৪৫
ব্লড্‌প্রেসার	....	৬৫৩
এক ঘণ্টার রাজা	....	৬৬৬
করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ	....	৬৭৭
মুনাফা ঠাকরুন	....	৬৮৪
শেষ সংখ্যান	....	৬৯১
একচক্ষু	....	৬৯৬
রহস্য	....	৭০৭
বমিকপলিয়া	....	৭১৩

জামাইবাবু

মেজদির বিয়ে। বেশ মনে আছে; দিব্যি নাদুসনুদুস বর। মণিদি বলল, 'বাব্‌বা! কী মোটা!' ছোটো পিসিমা মেয়ের দোষ ঢেকে নিয়ে বললেন, 'জমিদার মানুষ, ক্ষীর দুধ খেয়ে মানুষ...'

ডেঁপো বলে পাড়ায় একটা অখ্যাতি ছিল। তাই জন্যেই বোধহয় ওই অল্প বয়সেও বুঝতে পেরেছিলাম যে জামাইবাবুর রুচি আর কথাবার্তা বেশ মার্জিত নয়। বড়দির সঙ্গে গল্প করছিলেন, 'ব্রহ্মচারী থাকব বলেই ঠিক করেছিলাম। আর লোকে যা মনে করে সবই যদি করতে পারত তা হলে তো কথাই ছিল না...।'

২

মেজদিকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হল না। মা চব্বিশ ঘণ্টাই মেজদির উপর চটে আছেন। লজ্জায় তাঁর নাকি আর দশজনের কাছে মুখ দেখানোর জো নেই। মেজদিরও আবার রাগলে জ্ঞান থাকে না, বলেন, 'আমি তো আর স্বয়ংবরা হতে যাইনি।'

ও বাড়ির জ্যাঠাইমা, ঠেস্ দিয়ে বলেন, 'আসছে পুজোয় বোধ হয় নিয়ে যাবে!' মেজদি আমাদের কাছে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করেন—বিয়ের কনে গিয়ে এক সপ্তাহ শ্বশুরবাড়ি ছিলেন কিনা। বাবা খোঁজ করে জানলেন জামাইয়ের জমিদারির আয় বছরে চুরাশি টাকা; আর সম্পত্তির মধ্যে আছে এক প্রকাণ্ড জরাজীর্ণ বাড়ির দুখানি ঘর।

৩

জামাইবাবু আমাদের বাড়িতেই চলে এলেন—শ্বশুরমশায়ের একটু ইয়ে influence আছে কিনা, যদি একটু চেষ্টা-টেষ্টা করেন...

চাকরিও হল।

কিছুদিন পরে চাকরকে ডেকে বলেন, 'আরে মঙ্গলু, আমার বিছানা আমি যে ঘরটায় শুই, তার পাশের ছোটো খালি ঘরটায় করে দিস্। আর দেখিস মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দিস্।' বড়োদির কাছে বলেন, 'আমি আগেই বলেছিলাম বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না।' পাড়ার বন্ধু নিলয়বাবুর কাছে বলেন, 'বৌটা কী ছিচকাঁদুনে, দাদা।' তবু পর পর তিনটি মেয়ে হয়।

মেজদার কাছে অযাচিত কৈফিয়ত দেন—'আমাদের দেশের মেয়েদের আর একটু শিক্ষাদীক্ষার দরকার; নইলে পুরুষমানুষ নিজের যা ইচ্ছে তা করতে পারে না।'

৪

গত কয় বছরের নিয়ম মতো এবারেও মেজদির সময় এল। লেডি ডাক্তার বললেন, 'weak constitution, কী হয় বলা যায় না।'

হলও তাই।

ও বাড়ির জ্যাঠাইমা বললেন, 'বেশ গিয়েছে; নোয়া সিঁদুর নিয়ে যাওয়া কজনের ভাগ্যে ঘটে। এই দেখো না।'

বলে লম্বা নামের ফর্দ আওড়িয়ে গেলেন। মা মেয়ে তিনটিকে দেখিয়ে বলেন, 'মরেও শান্তি দিল না—হাড়ে দুব্বো গজিয়ে রেখে গ্যাল।' জামাইবাবু মেয়েদের বাঁশি কিনে দিলেন।

৫

আমার ছোটোবোন টুলু ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে বসে কাঁদছে আর মাকে কী সব যেন বলছে।

যেতেই মা বলেন, 'তোরা যা না; তোরা এখানে কী কচ্ছিস?' পরে শুনলাম টুলু বুড়িকে কোলে করে যখন কোণের ঘরে বসে আচার খাচ্ছিল, তখন জামাইবাবু সেখানে গিয়ে কী সব 'ছাই ভস্ম মাথা মুণ্ডু' বলেছেন। ও তাই ছুটে ভাঁড়ার ঘরে পালিয়ে এসেছে।

মা বলেন, 'কাউকে যেন বলিস না। তোদের আবার যা সব মুখ আলগা—কী ঘেন্না...'

৬

শুনলাম জামাইবাবু রেলে বড়ো চাকরি পেয়েছেন। পান চিবুতে চিবুতে রামকেষ্ট ঠাকুরের ছবিকে প্রণাম করেন। তারপর মা আর বাবার পায়ের ধুলো জিবে ঠেকিয়ে গাড়িতে চড়ে বসেন। বুড়ি আর নেড়ি, বায়না ধরে বাবার সঙ্গে গাড়িতে চড়বে। বুলু বলে, 'বাবা আমার জন্যে একটা এততো বড়ো পুতুল এনো।' মা তাড়া দেন এখন পেছু ডাকিস না।

৭

কিছুদিন পরে আবার জামাইবাবুকে বাজারে দেখি, দূর থেকে আমাকে যেন দেখেও দেখেন না।

নিলয়বাবু বলেন, 'বেশ দিয়েছে থুয়েছে—চুয়োডাঙায় বিয়ে করে এল কিনা। মেসে এসে উঠেছে।' রেলের চাকরির কথা জিজ্ঞাসা করতে আর সাহসে কুলোয় না।

মাকে এসে বলি।

মা বুড়িকে বুকে চেপে ধরেন। নেড়ি বলে, 'বুলু বড়ো দুষ্টু; না দিদিমা? বাবা পুতুল আনলে আর কাউকে দেব না—খালি আমি-ই আর তুমি-ই—না দিদিমা?' মায়ের চোখ জলে ভরে ওঠে। আজ আর মা ওদের উপর রাগ করেন না।

প্রথম প্রকাশ, বিচিত্রা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৮

বন্যা

কুশীতে বান আসিয়াছে; একরকম নোটিশ না দিয়াই। নেপালে কোন্ পর্বত-শিখরের বরফ গলিয়াছে, হিমালয়ের কোন্ অরণ্যময় উপত্যকায় বারিপাত হইয়াছে, তাহার খবর কুশীর তীরের লোকেরা রাখে না। তাহারা খুঁজিতে আরম্ভ করে, কোন্ পাপে ভগবান তাহাদের এই শাস্তি দিতেছেন।

রহিকপুরা গ্রামের নিয়মানুসারে মেয়েরা সকলেই শেষ রাত্রেই ওঠে। তাহারা কেহই আঙিনার বাহিরে যাইতে পারে নাই; কেহ কেহ আঙিনাতেও নামিতে পারে নাই।

তাহাদের চিৎকারে পুরুষেরা জাগে। কেহ লাঠি লইয়া ওঠে। কেহ বর্শা লইয়া আসে। সাপ, বাঘ, চোর, কত কী হইতে পারে। চোখের জড়তা ভাঙিবার পূর্বেই চন্দ্রগ্রহণের মতো, ঢাক, ঢোল শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠে। দর্শন মড়র[১] চৌকিদারের মতো হাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। বিপদ-আপদের সময়, গাঁয়ের মোড়লদের প্রথমেই মোহন্ত রাঘোদাসের আস্তানের সম্মুখের আখড়ায় বিরাট লোহার গদাটি ঘিরিয়া বসিবার কথা।

কেরোসিন তেলের অভাব। কোনো বাড়িতে আলো ছিল না। কেবল একটি দুইটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হইয়াছে। মড়রের এতটা অভাব নাই। আখড়ায় পৌঁছানো শক্ত। রাস্তা দিয়ে জলের স্রোত বহিতেছে। খুঁটিতে বাঁধা গোরুগুলি চিৎকার করিতেছে।

মেয়েরা আঙিনায় বলে, 'ওমা, জল যে বারান্দায় উঠে আসছে।' চোখের উপর দেখিতেছে এই দাওয়ায় উঠিবার দ্বিতীয় সিঁড়ি ডুবিল। আরও এক আঙুল বাড়িয়াছে।

'মজা দেখছিস কী! ঘুঁটে কখানা তোল্। কাঠগুলো উপরে ওঠা।'

ভুসির জালাগুলো কী করিয়া সরানো যায়। কাঁচা মাটির বিরাট বিরাট জালা। জল লাগিলেই গলিয়া যাইবে।

'ছাগলটি কোথায়?'

'গে মাই! তুলসী গাছটি যে এরই মধ্যে ডুবে গেল।'

'রান্না ঘরের উনুন যে গেল ডুবে। উখলিটি[২] ভেসে চলল। কী হবে গো!'

'আঃ! কী হল্লা কর। যত মেয়েছেলের কাণ্ড। সরো মাচা বাঁধতে দাও।' তিন হাতের খুঁটি কাটবি। বেশি হলে ক্ষতি নেই—কম যেন না হয়।'

'কৌশিকী মাঈকি জয়।' মোহন্তজি প্রত্যহই প্রত্যুষে দুবার এই জয়ধ্বনি করেন পূর্বাকাশের দিকে তাকাইয়া। খলিফা[৩] আর গ্রামের জোয়ানরা ল্যাঙ্গোটা পরিয়া আখড়ায়

১। মোড়ল। ২। উদখল। ৩। পালোয়ান

আসিবার জন্য তৈরি হয়। আজ কাহারও উৎসাহ বা সময় নাই; কিন্তু এই জয়ধ্বনি আজ নতুন ঝংকারে সকলের কানে বাজে। ক্রুদ্ধা কৌশিকীমাতাকে শান্ত করিবার জন্য মোহন্তজি যেন মন্ত্র পড়িতেছেন। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলে এই সুরে সুর মিলায়।—'কে অস্বীকার করছে মা, তোমার ক্ষমতা। আমাদের উপর সদয় থেকো মা।'

কোনো বিশাল নৈসর্গিক বিপদের সময় ছাড়া রহিকপুরা গ্রামের সকলে একমত কখনও হয় নাই। দুই একখানা ঢোল বাজিতেছে মোহন্তের আস্তানে। দুলহা মাঝির ছেলে সাঁওতাল টোলায় একখানা কড়া বাজাইতেছে—ডুম্ ডুম্ ডুম্। মহরমের ঢোলের মতো ফৌজি তাল। জাগো, জাগো, কেবল তাতেই চলবে না; সাজোসাজো; আর এক মূহূর্তও দেরি করা নয়। চলে এসো ঘরে, মকাই খেতের মাচার উপর থেকে; চলে এসো ঘরে বীচদরিয়ার ডিঙির উপর থেকে। গোরু মোষ শুয়োর ছাগল লইয়াই মুশকিল। জানের আগে মাল সামলাও।

একেবারে তছনছ কাণ্ড। এক মূহূর্তে এই জগৎটির উপর কী করিয়া এত ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

সবাই উঁচুতে থাকিতে চায়। আরও উঁচুতে উঠিতে চায়। উঁচুতে জিনিসপত্র রাখিতে চায়। আকাশে যদি শিকে ঝুলানো যাইত।

গ্রামে কাহারও নৌকা নাই। এইরূপ বান এদিকে নিয়মিত হয় না। তাই কেহই ইহার জন্য তৈরি নয়। সাম্রতি তিয়রের কেবল একখানি ডিঙি আছে—ওপারের চর ও ভুখনাহা দিয়ারা হইতে গোরুর খাইবার ঘাস আনিবার জন্য।

মুসহরটোলা গ্রামের মধ্যে সব চেয়ে নিচু জায়গায়। মুসহরটোলার কুটিরগুলি প্রায় ডুবিল বলিয়া। তাহারা অন্য পাড়ায় এক-এক করিয়া আসিয়া জোটে। মাচা তৈরি করা সেখানে বৃথা। একটি ছাগল স্রোতের মুখে ভাসিয়া গেল। ধর্ ধর্। তাহাকে কোলপাঁজা করিয়া গেনুয়া মুসহর আগাইয়া আসে। তাহাদের জিনিসপত্রের মধ্যে তো হাঁড়িকুড়ি, উখলি সামাট্। কোন স্থানেই বা তাহারা এক নাগাড়ে বেশিদিন থাকে? কোনো রকমে মাথা গুঁজিবার স্থান সেদিনটার মতো হইলেই হইল। কথায় বলে, 'এক কাঠা ভুট্টার দানায় মুসহর রাজা।'

কতক লোক উঠিয়াছে, নৌখে ঝার উঁচু দাওয়ায়, কতক সুমৃৎ তিয়রের বৈঠকে। গেনুয়া মুসহরের স্ত্রী চিৎকার করিয়া ওঠে, তাহার পঙ্গু ছেলেটিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। গেনুয়া আবার এক কোমর জলে নামিয়া পড়ে ছেলে খুঁজিতে। বারান্দার অন্যান্য মুসহরেরা ভাবে, যাক ছাগলটা ভালোয় ভালোয় গেনুয়া আনিয়া পৌঁছাইয়াছে।

একে একে দুইটি বাড়িই ভরিয়া গেল। তিল ধরানোর স্থান নাই। নৌখে ঝা আর সুমৃৎ তিয়রের পরিবারের মধ্যে রেষারেষি, ঝগড়া, ফৌজদারি নিত্য লাগিয়াই আছে। প্রথমে ছিল দুই জনের পিতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত; পরে হইয়া দাঁড়ায় ব্রাহ্মণ ও তিয়র দুই জাতির মধ্যে কলহ।

বহু বৎসর পূর্বের ঘটনা। সুমৃতের পিতা তাহার এক মৃগীরোগগ্রস্ত আধিয়াদারকে